তারিখ 21 SEP 1991
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দৈনিক খবর

প্রসঙ্গঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস কি বন্ধ হবে না? এই প্রশ্ন আজ এদেশের প্রতিটি বিবেকবান মানুষের। যেভাবে একের পর এক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে মনে হয় না সহসা এই সমস্যার কোন সমাধান হবে। কেননা সন্ত্রাস দমনে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর যে সংযম ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা দরকার তার প্রচন্ড ঘাটতি রয়েছে সবার মধ্যে। আর সে জন্যেই তো টানা ৪৭ দিন বন্ধ থাকার পর গত মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর প্রথম দিনেই এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারলো এই বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে। এদিন রাতে জগন্নাথ হলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে হল সংসদের ভিপি, জিএস ও একজন শিক্ষকসহ ৫০ জন আহত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ এবং ৭ জন আবাসিক শিক্ষক একযোগে পদত্যাগ করেন। প্রকাশ, ছাত্রদের সাথে পুলিশের সেদিন প্রায় আধ ঘন্টা ধরে সংঘর্ষ চলে। এ সময় ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জ করা হয়। বেশ কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসও ছোঁড়া হয় ছাত্রদের লক্ষ্য করে। একাধিক পত্রিকার রিপোর্ট সূত্রে জানা যায়; এই অভিযানের সময় পুলিশের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কিছু সশস্ত্র কর্মী ছিলো।

এদিকে জগন্নাথ হলে পুলিশী হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে গত বুধবার দিনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনা অব্যাহত থাকে। এইদিন একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্র ভিসির অফিস ও বাসভবনে হামলা চালায় এবং আসবাবপত্র ও গাড়ী ভাঙচুর করে। এ ছাড়া দু'টি ছাত্র সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা মারমুখো অবস্থানে থাকার কারণে সারাদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম উত্তেজনা বিরাজ করে। অবশ্য এ ধরনের উত্তেজনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। যতদিন এই বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকে প্রায় ততদিনই এই অশান্ত পরিবেশের মধ্যদিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চলে। দলাদলি ও সশস্ত্র ছাত্রদের আক্রমণাত্মক ভূমিকার জন্যে প্রায়ই এই বিশ্ববিদ্যালয় রণাঙ্গনে পরিণত হয়। বোমাবাজি, গোলাগুলী তথা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে এ যাবৎ বহু ছাত্র-ছাত্রী হতাহত হয়েছে। আর এই ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা একদিকে যেমন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, তেমনি লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। সন্ত্রাসের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধও করে দিতে হচ্ছে সময় সময়। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সময় প্রতিবারই আমরা ভাবি- এবার বোধ হয় সন্ত্রাসী কার্যকলাপের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। এবারও আমরা সেটাই অনুমান করেছিলাম। ৪৭ দিন বন্ধ থাকার পর বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে জেনে আমরা মনে মনে যেমন প্রীত হয়েছিলাম, তেমনি এই আশাও পোষণ করেছিলাম যে, এবার পরিস্থিতি নিশ্চয়ই ভিন্নতর হবে। পরিবেশের উন্নতি হবে। কিন্তু তা যে বিন্দুমাত্র হয়নি উপরোক্ত ঘটনাই তার প্রমাণ। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে সন্ত্রাস আরো ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়বে।

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে দেশে-বিদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে বলে আমরা জানি। এই সুনাম রক্ষা করতে হলে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার সুবর্ণ সুযোগ নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতে হবে। এ কথা আমরা বহুবার বলেছি। কিন্তু তবু কোন পক্ষ থেকেই এ ব্যাপারে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সাবেক সরকারকে স্বৈরাচারী আখ্যা দিয়ে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থতার সমুদয় দায়ভার সেই সরকারের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা আমরা করেছি। অনেকের আশা ছিলো নতুন গণতান্ত্রিক সরকার নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে ফলপ্রসূ উদ্যোগ নেবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান সরকার আমাদের সে আশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়- অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতেও সন্ত্রাসের কালোছায়া বিস্তারলাভ করছে। যে কারণে দেশের আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়সহ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই বন্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে। সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মুখে এক সাথে এতক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার ঘটনা অতীতে কোন সরকারের আমলেই ঘটেনি। অতএব, এই সমস্যাটিকে মোটেই হাল্কাভাবে দেখা ঠিক হবে না। আমরা মনে করি, এখনও সময় আছে ভালো কিছু করার। সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতা থাকলে আমরা সবাই মিলে এই সমস্যার অবশ্যই সমাধান করতে পারি। আমরা আগেও বলেছি, এখনো বলবো- এই কাজ এককভাবে সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। যদিও এ ব্যাপারে মুখ্য দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। সরকারকেই এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে। সবার সাথে কথা বলতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণ ও তার প্রতিকারার্থে কি কি ব্যবস্থা নেয়া যায়- এ ব্যাপারে শিক্ষক, অভিভাবক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে খোলামেলা আলোচনা করে সমঝোতা সৃষ্টির মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ অবদান রাখা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষদ এ প্রশ্নে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস দমনে এক শুভ উদ্যোগ বলেই মনে হয়। এই পরিষদের সাথে আলোচনায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। ইতিপূর্বে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও সন্ত্রাস বন্ধে বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেছেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সবাই একমত হয়ে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবেন এটাই এখন দেশবাসী প্রত্যক্ষ করতে চায়। 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড' এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ অবশ্যই সন্ত্রাসমুক্ত রাখার জন্যে আমাদের সর্বোতভাবে চেষ্টা করতে হবে।